সংবাদ

তারিখ 15 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৬ ২

আটকে আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ

রাজধানী থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের খবরে বলা হচ্ছে, দু'বছর ধরে আটকে আছে ১৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০২ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অবহেলার কারণে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রণীত এসব উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে দু'বছর ধরে ফাইল চালাচালি চলছে। ফলে নতুন প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নয়নের অভাবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাঁড়াতে পারছে না। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নয়নের জন্য প্রকল্পগুলো ইউজিসি প্রণয়ন করেছে। তার মধ্যে আছে শিক্ষা ভবন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, জমি অধিগ্রহণ। সব মিলিয়ে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প নাকি একসঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে. তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে একটি ২০তলা ভবন নির্মাণের প্রস্তাবও আছে। পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রথমে জানানো হয়, ২০১০ সাল থেকে উন্নয়ন কাজ শুরু হবে। কিন্তু ইউজিসির জোর প্রচেষ্টায় যত শিগগির সম্ভব প্রকল্প চালু করতে পরিকল্পনা কমিশন রাজি হয়। কিন্তু এখনও জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির নির্বাহী পরিষদে (একনেক) এসব উন্নয়ন প্রকল্প পাঠানো হয়নি।

গত দু'বছর ধরে ক্ষমতায় আছে এই দীর্ঘমেয়াদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। দেশের উন্নয়ন কাজ এ সময়টায় বন্ধ থাকার কথা নয়। প্রতিটি বাজেটেই রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে শিক্ষার জন্য থাকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু তাদের সময়ে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পগুলো একনেক পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকার এর জন্য জবাবদিহিও করবে না। আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা সব বিষয়েই কথা বলেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন যে আটকে আছে, সে ব্যাপারে তার কোন বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না।

গত এক দশকে দেশে ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও নতুন ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। একটি দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী এসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে 'নামমাত্র'। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র আট হাজার ছাত্রছাত্রী। আর সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগেই চলছে এক কিংবা দুটি অনুষদ এবং পাঁচ-ছয়টি বিষয় নিয়ে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রফেসর নেই। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় একাধিকবার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রফেসর নিয়োগ দিতে পারছে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য লম্বা ছুটিতে আছেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি এবং আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার পদ খালি রয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক পদও শূন্য রয়েছে। সব মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শর্তই এগুলো পূরণ করতে পারছে না। মাঝে মধ্যে এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা ধরনের অনিয়মেরও খবর পাওয়া যায়।

প্রতি বছরেই দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের পর ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের অভাবে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ফি দিয়ে ভর্তি হয় এবং তাদের খপ্পরে পড়ে যে ধরনের শিক্ষা বা ডিগ্রি পায় তার অধিকাংশের মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলেও মাত্র কয়েকটিতে মানসম্মত শিক্ষা দেয়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিচে নেমে গেলেও তীব্র ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অল্প কিছু শিক্ষার্থী সুযোগ পায়।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্মত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্পগুলো হাতে নেয়া হয়েছিল এবং প্রতি বছর এসবের উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন দুই খাতেই অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের অদক্ষতার কারণে সেই অর্থ ব্যয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তারাও কি সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছেন? শিক্ষা খাতে এ ধরনের গড়িমসি অদূরভবিষ্যতেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলায় বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের 'ফুট-ড্র্যাগিং' নিন্দনীয়ও বটে। আগামীতে রাজনৈতিক সরকার আসলেও এসব সরকারি কর্মকর্তার ওপর নির্ভর করতে হবে। এখনই এদের জবাবদিহির সম্মুখীন করা উচিত।